কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৬তম সভা গত ২৪-০১-২০০০খ্রি. (১১-১০-১৪০৬ বাং) তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর পক্ষে জনাব মনির উদ্দিন খান, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, সভার প্রারম্ভে প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা), ব্রি ও সদস্য, কারিগরি কমিটি মরহুম জনাব ফরহাদ জামিল এর বিগত ২৬ ডিসেম্বর/৯৯ ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরে ইন্তেকালের সংবাদ জানান এবং তার পরিবর্তে সভায় উপস্থিত পরিচালক (গবেষণা), ব্রি কে সদস্য হিসাবে স্বাগত জানান। সভাপতি মহোদয় প্রাক্তন সদস্য মরহুম ফরহাদ জামিল এর কর্ম জীবনের নিষ্ঠার বিষয়ে আলোকপাত করেন। অতঃপর তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় এজেন্ডা অনুযায়ী কার্যপত্র পড়ে শুনানোর জন্য সদস্য সচিবকে আহ্বান করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৫ তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৩-১০-৯৯ইং তারিখের ১৪৬৮(১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

২ (ক) ধানের প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটিতে অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষ কমিটি কর্তৃক পুনরায় পর্যালোচনা ও সংশোধন পূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত ছিল। সে মোতাবেক বিশেষ কমিটি কর্তৃক ৬-১০-৯৯ইং তারিখে পদ্ধতিটি পুনরায় পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হয়েছে যা আসন্ন জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

২ (খ) ধান, গম, পাট, আলু ও আখের মাঠমান ও বীজমান (পুনঃ নির্ধারিত) বিশেষ কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক ৩৬তম সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত ছিল। সে মোতাবেক বিশেষ কমিটির আহক্ষায়ককে এ সভায় উপস্থিত থেকে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভায় একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

২ (গ) বিগত ১৯৯৮-৯৯ বোরো মৌসুমে মূল্যায়নকৃত ১৭টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধীকরণ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার সুবিধার্থে হাইব্রিড ধান আমদানীকারক, মূল্যায়ন দলের সদস্য, অনষ্টেশন ও অনফার্মের চাষী প্রতিনিধি, বিশেষ মূল্যায়ন দলের সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের অনফার্মের চাষী প্রতিনিধি, বিশেষ মূল্যায়ন দলের সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের কথা ছিল।

গত ইং- ৮-১২-৯৮ তারিখে সে মোতাবেক বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ধানের হাইব্রিড জাত নিবন্ধীকরণ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে।

২ (ঘ) ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন দলের দলনেতা ও সদস্য সচিবগণকে ফসলের রোগ-বালাই, পোকা-মাকড় মান ও Stress tolerance এর মান নির্ণয়ের ওপর একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত ছিল। সে মোতাবেক গত ৯-১২-৯৯ইং তারিখে বিএআরসি ফার্মগেট, ঢাকাতে একটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ অবহিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বোরো ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে মূল্যায়নকৃত ধানের হাইব্রিড জাতের অনুমোদন এবং হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।

বিগত ১৯৯৮-৯৯ বোরো মৌসুমে ৫টি বীজ আমদানীকারক যথা- এসিআই লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, ব্র্যাক ও গ্যাঞ্জেস ডেভেঃ কর্পোঃ কর্তৃক আমদানীকৃত ১৭টি হাইব্রিড ধানের অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভায় ১৭টি হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল ও হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন পদ্ধতি সংশোধন এর উপর পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে মোতাবেক গত ৮-১২-৯৯ইং তারিখে বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকাতে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে ১৭টি হাইব্রিড জাতের মধ্যে ফলাফল পর্যালোচনায় ৬টি জাত যথা- এসিআই লিঃ এর আলোক ৬১১১ ও আলোক ৬২০৭, ব্র্যাকের বি- ৪ গাঞ্জেস ডেভেঃ কর্পোঃ এর এইচ আই এস এস সি- ৫ মল্লিকা সীড কোম্পানী এর এফ এল এম-২ এবং ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ এর লোকনাথ ৫০৫ জাতসমূহের ফলন তুলনামূলকভাবে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে এবং হাইব্রিড

জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধনী আনয়ন করা হয়। উক্ত সংশোধিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি এবং অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফলকৃত হাইব্রিড ধানগুলোর নিবন্ধীকরণ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের প্রতি আহক্ষান জানান। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ বিষয়ে ওয়ার্কশপে যে সকল সংশোধনী আনা হয়েছে এ ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করেন ও দু' একটি পুনঃ সংশোধনী আনার বিষয়ে মতামত দেন এবং সংশোধিত পদ্ধতি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন। সেই সাথে ৫ (খ) শর্তে বর্ণিত ট্রায়ালের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে প্রদানকৃত টাকা খরচের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এর অনুমোদন থাকা প্রয়োজন বলে সদস্যগণ অভিমত দেন। বিবেচ্য ৬টি হাইব্রিড জাতের নিবন্ধীকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ফলাফল বিশ্লেষণে অনষ্টেশন এবং অনফার্ম ট্রায়াল ফলাফলে ভিন্নতা থাকায় কোন কোন কোম্পানীর প্রতিনিধি অনফার্ম ট্রায়ালের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিবন্ধীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মতামত দেন। কোন কোন সদস্য ও প্রতিনিধি নিয়মানুয়ায়ী অনষ্টেশন ও অনফার্মের ফলাফল বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে বলে মতামত দেন। কোন কোন প্রতিনিধি সার্বিক বিবেচনায় যে সকল হাইব্রিড, চেক জাতের চেয়ে কম পক্ষে ২০% বেশী ফলন দিয়েছে তা বিবেচনা করে বাকী গুলো পুনরায় ট্রায়াল করে দেখার জন্য মতামত দেন। ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি সি এন এইচ আর-৩ হাইব্রিডটি অনফার্মে চেক জাতের চেয়ে ১৩% বেশী ফলন পাওয়া গিয়েছে বিধায় তা বিবেচনায় আনার জন্য প্রস্তাব করেন। সদস্য সচিব এ জাতটি অনষ্টেশনে দু'টি চেক জাতের চেয়ে অনেক কম ফলন হওয়ার কারণে তা বিবেচনায় আনা হয়নি বলে সভাপতিকে অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

১। হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ সংশোধিত পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

২। হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতির ৫ (খ) তে বর্ণিত প্রতি জাত ও স্থানের ট্রায়ালের জন্য ৩০০০/= টাকা হিসেবে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জমাকৃত টাকা ট্রায়াল বাস্তবায়নকারীর মাধ্যমে খরচের অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

৩। আলোক ৬১১১, এফ এল এম -২, এইচ আই এস এস সি-৫, আলোক ৬২০৭, জি বি -৪ এবং লোকনাথ ৫০৫ হাইব্রিড জাতগুলোর ট্রায়াল ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ধান, পাট, গম, আলু ও আখের বীজমান ও মাঠমান (পুনঃ নির্ধারিত) অনুমোদন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার সিদ্ধান্তে বীজ উইং এর বিবেচনায় গৃহিত সংশোধিত বীজমান ও মাঠমানপুনরায় কারিগরি কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। ফলে বিগত ৩৪তম কারিগরি কমিটির সভায় প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমানের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করার জন্য জনাব মনির উদ্দিন খান, মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত বিশেষ কমিটি কর্তৃক সংশোধিত বীজমান ও মাঠমান কারিগরি কমিটির ৩৫তম সভায় উপস্থাপন করা হলে প্রস্তাবিত সংশোধিত বীজমান ও মাঠমান, বর্তমান বীজমান ও মাঠমান এবং ধানের জন্য ফিলিপাইন ও ভারত, গমের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের বীজ ও মাঠমানের পাশাপাশি ছক আকারে কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক উপস্থাপিত বীজমান ও মাঠমানের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যগণ আহক্ষান জানান। সদস্যগণ সংশোধিত বীজমান ও মাঠমান অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে অভিমত জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ধান, পাট ও গমের পুনঃ নির্ধারিত সংশোধিত বীজমান ও মাঠমান জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো। (খ) আলু ও আখের ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম সভার সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরিত পূর্বের প্রস্তাবিত সংশোধিত বীজ ও মাঠমানই বহাল রাখার জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বি আর ৫৩৩১-৯৩-৮-৩ (ব্রি ধান-৪০) এর অনুমোদন।

ধানের কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনা মতে এই গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেঃ মিঃ। জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। পাকা ধানের রং সোনালী সাদা। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২ গ্রাম। প্রস্তাবিত জাতটি আলোক সংবেদনশীল, জুন-জুলাই মাসে বপন করলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফুল ফোটে। গাছের কোন কোন শীষের অগ্রভাগের ২-৪ টি ধানের সংগে আছে। ফলন হেক্টর প্রতি ৪-৪.৫ টন। ব্রি ধান ৪০-৮-১০ ডি এস/ মিঃ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ব্রি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত জাতটি আমন মৌসুমে ব্রি ধান ৪০ নামে আবাদের জন্য ছাড়করণের প্রস্তাব করেছে।

দেশের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রেরিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সভায় বিশ্লেষণ করা হয়। প্রস্তাবিত জাতের বীজকাল দেশের প্রচলিত চেক জাত বি আর ২৩ এ তুলনায় কম পাওয়া গিয়েছে অথচ অধিকাংশ স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেক জাতের চেয়ে বেশী পাওয়া গিয়েছে এবং ছাড়করণের জন্য দলনেতাগণ সুপারিশ করেছেন। তদুপরি ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতের লবণাক্ততা সহ্য করার উপাত্ত দেখানো হয়েছে। এর সাথে চারা অবস্থায়ও লবণাক্ততা সহনশীলতার উপাত্ত থাকা প্রয়োজন বলে সভায় সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে ব্রি এর নিকট

চারা অবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীলতার উপাত্ত রয়েছে এবং তা জাতীয় বীজ বোর্ডের সভা হওয়ার পূর্বেই সরবরাহ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্রিডার সম্মত হন এবং তা দেশের স্বার্থে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ চারা অবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীলতার উপাত্ত সরবরাহ সাপেক্ষে বি আর- ৫৩৩১-৯৩-২-৮-৩ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৪০ নামে আমন মৌসুমে লবণাক্ততা সহনশীল জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বি আর ৫৮২৮-১১-১-৪ (ব্রি ধান ৪১) এর অনুমোদন।

ধানের কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। ব্রি এর বর্ণনা মতে এই গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেঃ মিঃ। জীবনকাল ১৪৫-১৪৮ দিন। ধানের পশ্চাত মাথা কিঞ্চিত বাঁকা। পাকা ধানের রং সোনালী সাদা। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩ গ্রাম। প্রস্তাবিত জাতটি আলোক সংবেদনশীল। জুন-জুলাই লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ফলন হেক্টর প্রতি ৪-৪.৫ টন। ব্রি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত জাতটি আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ব্রি ধান- ৪১ হিসেবে ছাড়করণের প্রস্তাব করেছে।

দেশের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রেরিত এ প্রস্তাবিত জাতের মূল্যায়ন ফলাফল সভায় বিশ্লেষণ করা হয়। অধিকাংশ স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেকজাত বিআর -২৩ অপেক্ষা বেশী পাওয়া গিয়েছে এবং জীবনকাল বিআর-২৩ অপেক্ষা কম পাওয়া গিয়েছে। মূল্যায়নে অধিকাংশ স্থান থেকে জাতটি ছাড়করণের পক্ষে মত পাওয়া গিয়েছে।

বিগত ৩৪তম সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ সভায় ব্রি কর্তৃপক্ষ জাতটির লবণাক্ততা সহ্য করার উপাত্ত পেশ করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র রিপ্রোডাকটিভ ষ্টেজে এ সংক্রান্ত উপাত্ত থাকলেও চারা (ভেজিটেটিভ ষ্টেজে) অবস্থায় এ সংক্রান্ত উপাত্ত লবণাক্ততা সহ্যসম্পন্ন কিনা দেখা দরকার বলে সভায় আলোচনা হয়। ব্রি এর প্রতিনিধি জানান যে, চারা অবস্থা ও প্রস্তাবিত জাত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং এ সংক্রান্ত ছাড়করণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্রিডার অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ চারা অবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীলতার উপাত্ত সরবরাহ সাপেক্ষে বি আর ৫৮২৮-১১-১-৪ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৪১ নামে আমন মৌসুমে লবণাক্ততা সহনশীল জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর- ১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী ও চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা- ১২০৭